নয়া দিগন্ত

তারিখঃ ১২-১০-২০২৪ (পৃঃ ০৬)

ফুলবাড়ীতে আগাম জাতের আমন ধান কেটে বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছেন এক কৃষক। ছবিটি বৃহস্পতিবার উপজেলার শিবনগর ইউনিয়নের আমডুলিহাট এলাকা থেকে তোলা ■ নয়া দিগন্ত

ফুলবাড়ীতে আগাম জাতের ধান কাটা-মাড়াইয়ের ধুম

● **শেখ সাবীর আলী** *ফুলবাড়ী (দিনাজপুর)*

দিনাজপুরের ফুলবাড়ীতে আগাম জাতের আমন ধান কাটা ও মাড়াইয়ের ধুম পড়েছে। বাড়তি লাভ হিসেবে এবং স্বল্পমেয়াদি এই আমন ধানের আবাদ করে তারা আশানুরূপ ফলন ও ভালো দাম পাওয়ায় তাদের চোখে মুখে ফুটে উঠেছে হাসির ঝিলিক। এ ধানের কাঁচা খড় গোখাদ্য হিসেবে বেশ দামি। এ কারণে বাড়তি লাভ হিসেবে এই খড় বিক্রি করেও তারা সন্তুষ্ট।

সরেজমিন দেখা যায়, আগাম জাতের নতুন ধান ঘরে তুলে নবান্ন উৎসবের আমেজ শুরু হয়েছে গ্রামে গ্রামে। এ এলাকার বিস্তীর্ণ ফসলের মাঠ সারা বছরই সবুজে ভরা থাকে। জমিগুলোতে তিন থেকে চারটি ফসল হওয়ায় আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছেন কৃষকরা।

উপজেলা কৃষি অধিদফতর সূত্র জানায়, এবার এ উপজেলায় দুই হাজার ৬৯৫ হেক্টর জমিতে ৯ হাজার ৩২৫ মেট্রিকটন আগাম জাতের আমন ধান উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। হেক্টর প্রতি এসব ধানের উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয় গড়ে তিন দশমিক চার থেকে তিন দশমিক ছয় টন।

আগাম জাতের ধান রয়েছে হাইব্রিড ও উপশি জাতের তেজগোল্ড, ব্রি-৯০, বিনা-১৭, সম্পাকাটারি, জাঁপাড়ি, ধানিগোল্ড ইত্যাদি। উপজেলার শিবনগর ইউনিয়নের রাজারামপুর, গোপালপুর, জাফরপুর, পশ্চিমশিবনগর, শমসেরনগর, কয়রাকোল এলাকায় এই আগাম জাতের ধান সবচেয়ে বেশি চাষাবাদ হয়েছে।

শিবনগর ইউনিয়নসহ আরো কয়েকটি ইউনিয়ন ঘুরে দেখা গেছে, কেউ ধান কাটছেন, কেউ ধান কেটে কাঁধে করে বাড়ি নিয়ে যাচ্ছেন। কেউ মাড়াই করে বস্তায় ভরছেন। অনেকে ধান কাটার পর আগাম আলুসহ শীতকালীন রবিশস্য চাষের জন্য জমি প্রস্তুত করছেন। এ জন্য মাঠে মাঠে কিষান-কিষানিদের চরম ব্যস্ততা। যেন দম ফেলার ফুসরত নেই তাদের।

অগ্রহায়ণ নয়, নিষ্ফলা আশ্বিনে মঙ্গাজয়ী আগাম জাতের ধানের বাম্পার ফলন ও ভালো বাজার মূল্য কৃষক পরিবারে এনেছে সমৃদ্ধির হাসি। ধানের পাশাপাশি গোখাদ্যের জন্য কাঁচা খড়ের রমরমা ব্যবসা চলছে এখানে। বাজারে ধানের দামের সঙ্গে খড়ের উচ্চমূল্য পেয়ে বাড়তি আয়ের মুখ দেখছেন ক্ষুদ্র-প্রান্তিক কৃষকরা। এ বাড়তি আয়ে আলুসহ অন্য রবি ফসল চাষে খরচ মেটাবেন তারা।

স্থানীয় কৃষক ওয়াহেদুল চৌধুরী বলেন, এক সময় আগাম আলু চাষের জন্য জমি ফেলে রাখা হতো। এখন আগাম জাতের ধান আবিষ্কার হওয়ায় জমি ফেলে রাখা হয় না। উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা রুম্মান আক্তার বলেন, এবার আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় ধানের ফলন ভালো হয়েছে। দামও ভালো পাচ্ছেন চাষিরা।

আমরা জনগণের পক্ষে
বাংলাদেশ প্রতিদিন

তারিখঃ ১২-১০-২০২৪ (পৃঃ ০৯)

দিনাজপুরে ধান কাটছেন কৃষক —বাংলাদেশ প্রতিদিন

আগাম জাতের ধান কাটা-মাড়াইয়ে কৃষকের হাসির ঝিলিক

দিনাজপুর প্রতিনিধি

ফসলের মাঠে মাঠে আগাম জাতের আমন ধান কাটা-মাড়াইয়ের ধুম পড়েছে দিনাজপুরে। ভালো ফলন ও ভালো দাম পাওয়ায় কৃষকের চোখেমুখে এখন হাসির ঝিলিক। কৃষক বাড়তি লাভের আশায় চাষ করেন স্বল্পমেয়াদি এই আগাম জাতের আমন ধান। এ ধানের কাঁচা খড় গো-খাদ্য হিসেবে বেশি দামে বিক্রি হওয়ায় বাড়তি আয় হচ্ছে কৃষকদের। আবার আগাম জাতের ধান কাটামাড়াই শেষে এই জমিতে আগাম আলু রোপণ করবে কৃষক। জমিতে তিন থেকে চারটি ফসল হওয়ায় আর্থিকভাবে লাভবান কৃষকরা। আগাম জাতের ধান রয়েছে হাইব্রিড ও উফশি জাতের তেজগোল্ড, ব্রি-৯০, বিনা-১৭, সম্পাকাটারি, জাপাড়ি, ধানিগোল্ডসহ আরও বিভিন্ন জাত। ফুলবাড়ী উপজেলার শিবনগর ইউপির রাজারামপুর, গোপালপুর, জাফরপুর, পলিশিবনগর, শমসেরনগর, কয়রাকোল এলাকায় এ জাতের ধান সবচেয়ে বেশি চাষ হয়েছে। ফুলবাড়ীর শিবনগরে দেখা গেছে, কেউ ধান কাটছেন, কেউ আবার ধান কেটে কাঁধে করে জমি থেকে বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছেন। কেউ বা মাড়াই করে বস্তায় ভরছেন। অনেকে ধান কাটার পর আগাম আলুসহ শীতকালীন রবিশস্য চাষের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। মাঠে মাঠে কিষান-কিষানিদের চরম ব্যস্ততা, যেন দম ফেলার সময় নেই। ধানের পাশাপাশি গো-খাদ্যের জন্য কাঁচা খড়ের ভালো ব্যবসা চলছে। চাহিদা থাকায় মাঠে মাঠে ধানের কাঁচা খড় কেনার জন্য মৌসুমি খড় ব্যবসায়ীরা হুমড়ি খেয়ে পড়েছেন। ধান কাটা-মাড়াই শেষে তারা খড় কিনে বাজারে বিক্রি করে ভালো লাভবান হচ্ছেন। কৃষক খড় বিক্রি করে কিছুটা চাষের খরচ তুলছেন। বাজারে ধানের দামের সঙ্গে খড়ের উচ্চমূল্য পেয়ে বাড়তি আয়ের মুখ দেখছেন ক্ষুদ্র-প্রান্তিক কৃষক। এ বাড়তি আয়ে আলুসহ অন্যান্য রবি ফসল চাষে খরচ মেটাবেন তারা। কৃষক ইমরুল কায়েস চৌধুরী বলেন, এ বছর আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় তিন বিঘা জমিতে আগাম জাতের ধান চাষ করে ভালো ফলন পেয়েছেন। এক বিঘা জমির ধান কেটেছেন। বাজারে দামও পেয়েছেন ভালো।

কৃষি অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, কৃষক আগাম আমন ধান কাটার পর ওই জমিতে আগাম আলু রোপণের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। এবার আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় ধানের ফলন ভালো হয়েছে।